অগ্নিদেবতার স্বরূপ আলোচনা কর। (6)

ঋগ্বেদের দেবতা গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্নিদেবতা নিঃসন্দেহে অধিক জনপ্রিয় দেবতা, যদিও সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থানই উল্লেখযোগ্য), ইন্দ্রের সম্বন্ধে ঋগ্বেদে প্রায় 250 টি সূক্ত আছে, অবশ্য অগ্নি ঋগ্বেদে 200 টি সূক্তে মুখ্য দেবতারূপে স্তুত হয়েছেন, তাই সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে অগ্নির স্থান দ্বিতীয় হলেও অগ্নির গৌরব ইন্দ্রের থেকে কোন অংশে কম নয় বরঞ্চ মানুষের নিকটতম দেবতা হিসাবে, তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক অনেক বেশী নিবিড়, তাই ঋগ্বেদের মন্ত্র সংকলন প্রথমেই অগ্নির বন্দনা দিয়ে শুরু — "অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্" (১/১/১))

(স্থান ভেদে দেবতারা তিন প্রকার, নিরুক্তকার যাস্ক এরকমই মত পোষণ করেন, তিনি দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ লোক এই তিন স্থান ভেদে দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন এবং অগ্নিকে পৃথিবী স্থানীয় দেবতা বলেছেন — "তিস্র এব দেবতাঃ, অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ") প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী স্থিত দেবতা গনের মধ্যে অগ্নি মুখ্যতম, তাঁর প্রাকৃতিক ভিত্তি একান্ত ভাবে প্রত্যক্ষ গোচর। যজ্ঞকার্য সম্পাদনে তিনি সহায়, অগ্নি সম্যক ভাবে প্রজ্বলিত না হলে কোন যজ্ঞকর্মই সম্পন্ন হয় না। বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয় অগ্নি তা বহন করে নিয়ে যায়;

Scanned with CamScanner

তাই তিনি হব্যবাহক, মর্তে তিনি দেবগনের দূত। দেবগন ও মনুষ্যগনের মধ্যে তিনি সম্পর্ক স্থাপনকারী। (আচার্য যাস্ক বলেছেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবি: বহন এবং দেবগনকে যজ্ঞস্থলে আবাহন এই দুটি অগ্নির প্রধান কর্ম।)

অগ্নির জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বেদে বিভিন্ন কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, মাতরিশ্বা দ্যুলোক থেকে অগ্নি পৃথিবীতে আনয়ন করেন, আবার দ্যাবাপৃথিবীকে অগ্নির মাতা পিতা বলা হয়েছে। বৈদিক প্রক্রিয়া দুটি অরনি কাষ্ঠের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপত্তি হয় বলে। অগ্নির দুই মস্তকের ও উল্লেখ পাওয়া যায়। তার দেহরূপের বর্ননা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - তিনি উজ্জ্বল শুভ্র বর্নের, তাঁর কেশ হিরন্ময়, তাঁর দন্তরাশি উজ্জ্বল, শুভ্র ইত্যাদি।

আমাদের পাঠ্যাংশে অগ্নিদেবতার স্বরূপটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হচ্ছে - মানুষের সবচেয়ে কাছের দেবতা হলেন অগ্নি। তিনি একদিকে দেবতা ও অপর দিকে দূত। তাই তাঁকে বলা হয় 'যবিষ্ঠ দূত' অর্থাৎ তরুনতম দূত। আবার তিনি অতিশয় যজনীয় হোতা - 'যজিষ্ঠ'। অরনি মন্থন করে অগ্নি উৎপন্ন হত। এই কাজ ছিল খুব শ্রমসাধ্য। তাই তাকে বলের পুত্র বা পৌত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে - 'ঊর্জোনপাৎ'। তিনি সুক্রতু ও অশ্বরথী বলে পরিচিত। তিনি বৈনমাতর ও যজমানের সন্তানদের দীর্ঘজীবন দানকারী। তিনি একাধারে 'বসুদাবন্' ও 'বসুপতি'। তিনি যজমান ও দেবতাদের মনের খবর জানেন। তিনি যজমানের শত্রুদের

বিনাশ করেন, এছাড়াও তাঁর উল্লেখ যোগ্য কর্ম হল দ্যুলোক থেকে পৃথিবীতে বৃষ্টি আনয়ন করা – 'স নো বৃষ্টিঃ দিবস্পরি', আবার তিনি অন্নদাতা ও বলদাতা – 'বায়ুম্ অন্নবানম্', তিনি মেধাবী, তিনি সকলের অন্তঃকরণ জানেন, তিনি উভয় জন্মকে অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্যকে জানেন, তিনি বিদ্বান, তিনি জ্ঞানী এবং তিনি দেবতাদের অর্চনা করেন যথার্থ ভাবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, মানুষের পরম আত্মীয় তুল্য, সখা তরুণ, নিত্যধনের অধিকারী, এই অগ্নি দেবতার স্বরূপ শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান সর্বস্বতার মধ্যে পূর্ণতা পায়নি, তাঁর নিত্য দিন সদা পূজ্য হয়ে ~~ক~~ যজমানকে শুধু বাহ্যিক ভাবেই পূর্ণ করেননা, রূপ থেকে অরূপে পৌঁছে তা মানুষের অন্তরকে পবিত্রতার স্পর্শ মণি দিয়ে নির্মল রাখে, অকলঙ্ক পুণ্যের ঐশ্বর্যে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে। তাই ক্রান্তদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এজীবন পুণ্য কর দহন দানে"।

অতএব অগ্নির স্বরূপ অপরূপ।

— ০ —

Scanned with CamScanner